

# **া** সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)

হাদিস নাম্বারঃ ৪৩২

২/ সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ১০. ইমাম ওয়াক্ত মোতাবেক সালাত আদায় করতে বিলম্ব করলে

باب إِذَا أَخَّرَ الإِمَامُ الصَّلَاةَ عَنِ الْوَقْتِ

### আরবী

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، دُحَيْمُ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ، \_ يَعْنِي ابْنَ عَطِيَّةَ \_ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ، قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ الْيَمَنَ رَسُولُ رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إليْنَا \_ قَالَ \_ فَسَمِعْتُ تَكْبِيرَهُ مَعَ الْفَجْرِ رَجُلُّ أَجَسُّ الصَّوْتِ \_ قَالَ \_ فَأَلْقِيَتْ عَلَيْهِ إِلْيْنَا \_ قَالَ \_ فَأَلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْقَيْرِ رَجُلُ أَجَسُّ الصَّوْتِ \_ قَالَ \_ فَأَلْقِيت عَلَيْهِ مَحْبَّتِي فَمَا فَارَقْتُهُ حَتَّى دَفَنْتُهُ بِالشَّامِ مَيْتًا ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى أَفْقَهِ النَّاسِ بَعْدَهُ فَأَتَيْتُ ابْنَ مَصَعُودِ فَلَزِمْتُهُ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " كَيْفَ بِكُمْ إِذَا مَسُعُود فَلَزِمْتُهُ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَتَتْ عَلَيْكُمْ أُمْرَاءُ يُصِلُونَ الصَّلُونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا " . قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ " صَلّ الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا وَاجْعَلْ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ سُبُحَةً " .

\_ صحیح

### বাংলা

৪৩২। 'আমর ইবনু মায়মূন আল-আওদী (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দূত হিসেবে মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) ইয়ামানে আমাদের নিকট আসলেন। আমি ফজরের সালাতে তাঁর তাকবীর শুনতে পেলাম। তিনি উচ্চ কণ্ঠস্বর বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তার সাথে আমার ভালবাসা সৃষ্টি হওয়ায় তার মৃত্যু পর্যন্ত আমি তাঁর সাহচর্য ত্যাগ করিনি। অতঃপর তার মৃত্যু হলে সিরিয়ায় তাকে দাফন করি। এরপর আমি ভাবলাম, তার পরবর্তী সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি কে হতে পারে? অবশেষে আমি 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর কাছে যাই এবং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তার সাহচর্যে থাকি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, যখন তোমাদের উপর এমন শাসকদের আর্বিভাব ঘটবে যারা বিলম্ব করে সালাত আদায় করবে তখন তোমরা কি করবে? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল! এ ব্যাপারে আমার জন্য আপনার



নির্দেশ কি? তিনি বললেনঃ তুমি নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করবে। আর পুনরায় তাদের সাথে আদায়কৃত সালাতকে নফল হিসেবে ধরে নিবে।[1]

সহীহ।

### **English**

#### Narrated Abdullah ibn Mas'ud:

Amr ibn Maymun al-Awdi said: Mu'adh ibn Jabal, the Messenger of the Messenger of Allah (ﷺ) came to us in Yemen, I heard his takbir (utterance of AllahuAkbar) in the dawn prayer. He was a man with loud voice. I began to love him. I did depart from him until I buried him dead in Syria (i.e. until his death).

Then I searched for a person who had deep understanding in religion amongst the people after him. So I came to Ibn Mas'ud and remained in his company until his death. He (Ibn Mas'ud) said: The Messenger of Allah (ﷺ) said to me: How will you act when you are ruled by rulers who say prayer beyond its proper time? I said: What do you command me, Messenger of Allah, if I witness such a time? He replied: Offer the prayer at its proper time and also say your prayer along with them as a supererogatory prayer.

## ফুটনোট

[1] ইবনু হিব্বান (৩৭৬) বায়হাকী 'সুনানুল কুবরা' (৩/১২৪) আহমাদ (৫/২৩১-২৩২) প্রত্যেক ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম সূত্রে এবং নাসায়ী (অধ্যায়ঃ সালাত কায়িম, অনুঃ পাপাচারী ইমামের পিছনে সালাত, হাঃ ৭৭৮), ইবনু মাজাহ (অধ্যায়ঃ সালাত কায়িম, অনুঃ নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় না করে বিলম্বে করা, হাঃ ১২৫৫), বায়হাকী (৩/১২৭-১২৮) সকলেই আবূ বাকর ইবনু 'আব্বাস সূত্রে 'আসিম থেকে, এবং মুসলিম (অধ্যায়ঃ মাসাজিদ) আবূ মু'আবিয়াহ সূত্রে আ'মাশ থেকে।

### হাদীস থেকে শিক্ষাঃ

- 🕽। সালাতকে তার প্রথম ওয়াক্তেই অবিলম্বে আদায় করা অতি উত্তম।
- ২। জামা'আতের কারণে বিলম্ব করে এরকেবারে ওয়াক্তের শেষে সালাত আদায় জায়িয নয়।
- ৩। কারণ বশতঃ একই দিনে এক ওয়াক্তের সালাত পুনরায় আদায় করা জায়িয। আর একই দিনে এক ওয়াক্তের



- দু' বার আদায়ের যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে তা কোনো কারণ ব্যতীত আদায়ের বেলায় প্রযোজ্য।
- ৪। প্রথমে আদায়কৃত সালাত ফার্য হিসেবে এবং পুনরায় আদায়কৃত সালাত নাফল হিসেবে গণ্য।
- ে। অত্যাচারী শাসকের সাথেও সালাত আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তা এ আশংকায় যে, দলে দলে বিভক্তির মাধ্যমে মুসলিম উম্মাতের ঐক্যে যেন ফাটল সৃষ্টি না হয়।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ আল্লামা আলবানী একাডেমী 🛘 বর্ণনাকারীঃ আমর ইবনু মায়মূন (রহঃ)

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন